তারিখ 20 OCT 2016
পৃষ্ঠা ২-৩ ৪

প্রথম আলো

দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ

শিক্ষক-সংকটে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত

আসাদুল্লাহ্ সরকার, দিনাজপুর ●

দিনাজপুর মেডিকেল কলেজে চলছে প্রকট শিক্ষক-সংকট। সেই সঙ্গে অনেক শিক্ষক দীর্ঘদিন ধরে অনুপস্থিত। এ কারণে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। এ সংকট সমাধানের উপায় খুঁজতে আজ বৃহস্পতিবার একাডেমিক কাউন্সিলের জরুরি সভা ডাকা হয়েছে।

মেডিকেল কলেজটির কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, এখানে ৩১টি বিষয়ে মোট ৭৫০ শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছেন। শিক্ষকের পদ রয়েছে ১৩৬টি। এর মধ্যে ২২ জন অধ্যাপক, ৩৪ জন সহযোগী অধ্যাপক, ৪৪ জন সহকারী অধ্যাপক ও ৩১ জন প্রভাষক। এ ছাড়া দুজন প্যাথলজিস্ট, দুজন কিউরেটর ও একজন বায়োকেমিস্ট। কর্মরত আছেন ৭৫ জন। শূন্য আছে ৬১টি পদ।

কলেজটিতে মাত্র দুজন নিয়মিত অধ্যাপক আছেন। তাঁরা হলেন অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ। অধ্যাপকের ২০টি পদ শূন্য। তবে পাঁচজন সহযোগী অধ্যাপক চলতি দায়িত্বে অধ্যাপক হিসেবে কাজ করছেন। এ ছাড়া নিয়মিত সহযোগী অধ্যাপক পদে কর্মরত আছেন মাত্র নয়জন। সহযোগী অধ্যাপকের ২০টি পদ দীর্ঘদিন ধরেই শূন্য। তবে সহকারী অধ্যাপকের ৪৪টি পদের মধ্যে মাত্র তিনটি পদ শূন্য রয়েছে। আর ৩১টি প্রভাষক পদের বিপরীতে কর্মরত

এরপর পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৫

শিক্ষক-সংকটে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত

শেষ পৃষ্ঠার পর

আছেন ১৫ জন। দুজন প্যাথলজিস্টের দুটি পদই শূন্য।

গতকাল বুধবার জানতে চাইলে কলেজের অধ্যক্ষ মো. কামরুল আহসান *প্রথম আলো*কে বলেন, তিনি এমবিবিএস পাস করার পর সপ্তম বিসিএস দিয়ে চাকরিতে যোগ দেন। এর ৩৩ বছর পর ১৭ অক্টোবর তিনি অর্থোসার্জারি বিভাগের সহযোগী থেকে অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেছেন। এ ছাড়া কলেজের উপাধ্যক্ষ কান্তা রায় ২১তম বিসিএসের। অ্যানাটমি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক থেকে দুই বছর আগে তিনি অধ্যাপক হন। পাঁচজন সহযোগী অধ্যাপক চলতি দায়িত্বে অধ্যাপক পদের শিক্ষা কার্যক্রম চালাচ্ছেন। তাঁদের মধ্যে আগামী ১ জানুয়ারি কলেজের গাইনি বিভাগের প্রধান মো. ফয়সল আলম, ১৭ জানুয়ারি সার্জারি বিভাগের প্রধান পার্থ সারথি রায় এবং ৫ ডিসেম্বর অধ্যক্ষ কামরুল আহসান অবসরে যাবেন। এরপর শিক্ষক-সংকট আরও প্রকট আকার ধারণ করবে। এ সমস্যার শিগগির সমাধান হওয়া দরকার।

একাধিক শিক্ষক ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, চিকিৎসকেরা কেউ দিনাজপুরে আসতে চান না। জোর করে বদলি করা হলে ছুটি নিয়ে, কেউবা সংযুক্তি বা ডেপুটেশনে, এমনকি অনেকেই বিনা ছুটিতেই মাসের পর মাস অনুপস্থিত থাকছেন। আবার কোনো কোনো শিক্ষক মাসে এক বা দুই দফা এসে সাত দিন ক্লাস নিয়ে যে জেলায় প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন, সেখানে চলে যান। এভাবে পুরোপুরি জোড়াতালি দিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম চালাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে।

কলেজের অধ্যক্ষ কামরুল আহসান বলেন, অনুপস্থিত শিক্ষকদের বহুবার চিঠি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কেউ কোনো কর্ণপাত করেন না। এ অবস্থায় আজ সকাল ১০টায় কলেজ একাডেমিক কাউন্সিলের সভা ডাকা হয়েছে। সেখানে সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা হবে। আলোচনার সিদ্ধান্ত, সুপারিশসহ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে লিখিতভাবে জানানো হবে। তাঁদের এর বেশি কিছু করার নেই।